তারিখ ... 28 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

রাবি শিক্ষক হত্যার বিচার দাবি

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতির ডাক

- পঞ্চম দিনও বিক্ষোভে উত্তাল রাজশাহী
- মাদ্রাসা শিক্ষক ও ইমামকে জিজ্ঞাসাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত বিচারের দাবিতে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। আগামী ২ মে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হবে। একই সঙ্গে ওইদিন কালোব্যাজ ধারণ ও ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত স্থানে অবস্থান কর্মসূচিও পালন করা হবে। গতকাল গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আগামী ৩ মে সকাল ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হবে। ৪ মে বেলা ১১টায় ফেডারেশনের নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ২৬ এপ্রিল বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক জরুরি সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক নৃশংসভাবে হত্যা করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। সভায় আলোচনা করে তিনটি দাবি উত্থাপন করে। দাবিগুলো হলো সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অধ্যাপক রেজাউল করিমের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার ও দ্রুত বিচারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে; ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদীগোষ্ঠী বারবার মুক্তচিন্তার ধারক ও বাহক এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয়ে বিশ্বাসীদের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর এরূপ অনৈসলামিক এবং নিষ্ঠুর ও পাশবিক কর্মকাণ্ড বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ জননিরাপত্তা

রাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রাবি : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিশ্চিত করতে হবে।

পঞ্চম দিনেও উত্তাল রাবি

জাগো রে জাগো, মানুষ জাগো.., আমার শিক্ষক খুন কেন, প্রশাসন জবাব চাই.., এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন.., বাধা আসবে যেখানে, লড়াই হবে সেখানে..,। শিক্ষক হত্যার বিচার দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের এমনই স্লোগানে পঞ্চম দিনও উত্তাল ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাস। গতকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রধান ফটকের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। প্রায় ৪০ মিনিট অবরোধ করে রাখে। ফলে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। জানা যায়, গতকাল বেলা ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে জমায়েত হতে থাকে। সেখান থেকে সাড়ে ১০টায় বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তারা পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এরপর মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটকের সামনে আসে এবং রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। হত্যার ৫ম দিনে সকাল ৯টা থেকে ক্লাস বর্জন করে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায় কোনো কোনো বিভাগের শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন যদিও ক্লাস রুমে অধিকাংশ শিক্ষার্থী অনুপস্থিত। গতকাল সকাল থেকে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বানে এই ক্লাস বর্জন কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করে 'আমার শিক্ষক হত্যা কেন, প্রশাসন জবাব চাই', 'শিক্ষা, সন্ত্রাস-এক সাথে চলে না', 'শিক্ষক হত্যার বিচার চাই' ইত্যাদি প্রতিবাদী স্লোগান দিতে থাকে। সকাল সাড়ে ১০টায় ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল বের করে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা। র‍্যালিটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে সিনেট ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। পরে তারা বিভাগের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। এদিকে শিক্ষক হত্যার বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের পক্ষ একটি প্রতিবাদী র‍্যালি বের করে। র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে তাদের দলীয় টেন্ট্রে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। এত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদুল ইসলাম রাঞ্জু ও সেক্রেটারি খালিদ হাসান বিপ্লব বক্তব্য রাখেন। তারা দ্রুত এ হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান রাসেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলামস সাদ্দাম প্রমুখ। একই দাবিতে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বর থেকে হিসাব বিজ্ঞান পরিবার একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিভাগের সামনে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। এ সময় বিভাগের সভাপতি প্রফেসর এম হুমায়ুন কবীর বলেন, 'আজ আমরা কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি। আমরা স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই।' এ সময় অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সুভাষ চন্দ্রশীল, প্রফেসর ড. মো. সাইয়েদুজ্জামান, প্রফেসর মোহা. মুনজুর মুরশিদুল আবেদীন, মো. ইমরান হোসেন প্রমুখ।